কৃষি প্রবৃদ্ধিতে

বাংলাদেশ মডেল

CRI

www.cri.org.bd

কৃষি প্রবৃদ্ধিতে

বাংলাদেশ মডেল

Centre for Research
and Information

ভূমিকা

কৃষি খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ। বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে বেগবান করতে কৃষি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মানুষের জন্য দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি লাভজনক, টেঁকসই ও পরিবেশ বান্ধব কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার কৃষি খাতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও কৃষি ব্যবস্থা ৪ দশমিক ১৯ শতাংশ হারে সম্প্রসারিত হয়েছে।

কৃষি খাতে টেঁকসই প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের প্রযুক্তি ভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ, ফসল বৈচিত্র্যকরণ, মৌসুমি ও মৌসুম বহির্ভূত ফসল এর উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি কর্মকান্ড চলমান রয়েছে।

লবণ সহিষ্ণু বীজ, উচ্চ ফলনশীল ধান ও পাটের জাত উন্নয়ন, কৃষি ভর্তুকি ও কৃষি ঋণ প্রদান, সেঁচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহসহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান কৃষি ভিত্তিক শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া সরকার টেঁকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে প্রাসঙ্গিক কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

এই প্রকাশনায় কীভাবে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং কীভাবে কৃষি খাত গত এক দশকে বাংলাদেশ এর অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ভূমিকা রেখেছে তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সূচিপত্র

১ বাংলাদেশের কৃষি খাতের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য সমূহ ৫

২ এক পলকে কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন চিত্র ৮

৩ কৃষি বিনিয়োগ ১৪

৪ ই-কৃষি সেবা ১৭

৫ খাদ্য নিরাপত্তা ২০

৬ নীতি নির্ধারণী কার্যক্রমঃ অব্যাহত উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মযজ্ঞ ২২

১

বাংলাদেশের কৃষি খাতের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য সমূহ

গত এক দশকে বাংলাদেশের কৃষি খাত উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উত্তরোত্তর প্রচেষ্টার ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে তথাপি বাংলাদেশের কৃষি খাত গত এক দশকে ৪ দশমিক ১৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকার খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গুরুত্ব আরোপ করার পাশাপাশি ২০২১ সালের মধ্যে পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। 'ভিশন ২০২১' বাস্তবায়নের কাজ ৫ বছরের মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) এর অন্তর্ভুক্ত বর্ধিত কৃষি উৎপাদন, শস্য বৈচিত্র্যকরণ এবং ব্যাপক গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) ছাড়িয়ে গেছে যার মধ্যে গ্রামীণ জনপদের আয় বর্ধন ও কর্মসংস্থানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত করার পাশাপাশি, জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষিকে বাণিজ্যিককরণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

১.১ কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তাঃ এক দশকের যাত্রা

খাদ্য শস্য উৎপাদন
(মিলিয়ন মেট্রিক টন)

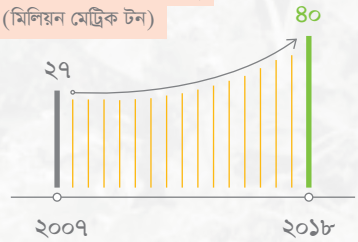

সব্জি উৎপাদন
(মিলিয়ন মেট্রিক টন)

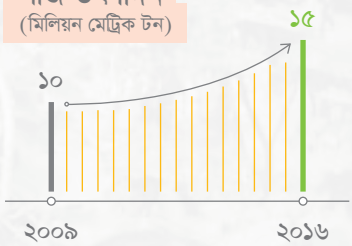

পশু সম্পদ
(মিলিয়ন)

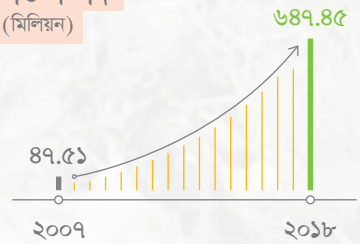

হাঁসমুরগি
(মিলিয়ন)

দুধ উৎপাদন
(মিলিয়ন)

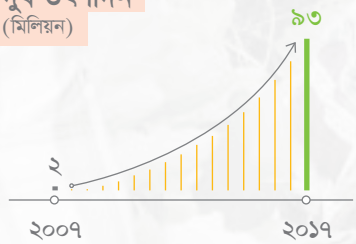

মাংস উৎপাদন
(মিলিয়ন টন)

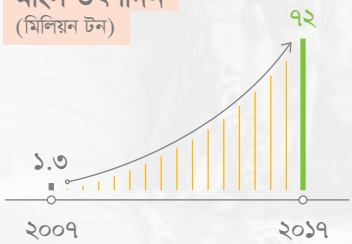

বীজ উৎপাদন
(মেট্রিক টন)

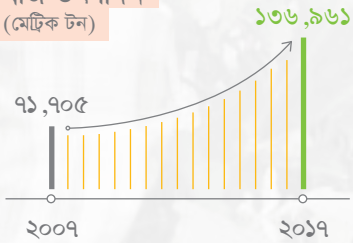

ডিম উৎপাদন
(মিলিয়ন)

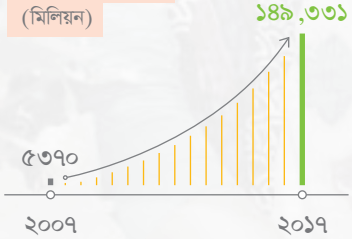

সেচ

১.২ সাফল্যের কারণ

বাংলাদেশের কৃষি খাতের আমূল পরিবর্তনের ছোঁয়ার পেছনে বিভিন্ন ধরণের কারণ রয়েছে। রাজনৈতিক সঙ্কল্প ও নেতৃত্ব ছাড়াও যেসব কারণ এই প্রবৃদ্ধিকে সম্ভব করেছে তা নিম্নরূপ-

সরকার ২০১৮ সালের মধ্যে **১২৫০ সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ যন্ত্র** স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।

২৫৪ টি কৃষি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

সরকার গত ৮ বছরে **৭২২০ মিলিয়ন ডলার** ব্যয় করেছে কৃষি বিনিয়োগে।

সরকার **৭০৫৫ মিলিয়ন ডলার** প্রদান করেছে কৃষক পুনর্বাসনের জন্য।

২১ মিলিয়ন কৃষককে কৃষি সহায়তা কার্ড প্রদান করেছে সরকার।

১১ মিলিয়ন কৃষক ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ পেয়েছে।

সরকার গত এক দশকে **৭১৬ মিলিয়ন ডলার ভর্তুকি** দিয়েছে।

সরকার ২০১৭ সালেই **২৫১৫ মিলিয়ন ডলার** কৃষি ঋণ প্রদান করেছে।

সরকার **৪১,৫০০ জন কৃষক**, ২৮৮৬ জন উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী, ৭০০ উন্নয়ন কর্মী, ৩৮০ জন ব্যাংকার, ২৮৪ জন সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

৩৩,৪৩২ জন কৃষি উদ্যোক্তা ৩২ মিলিয়ন ডলার কৃষি ঋণ লাভ করেছে

২০০৯ থেকে ২০১৭ এর মধ্যে খাদ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা **১.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে ২.১ মিলিয়ন মেট্রিক টনে** উন্নীত হয়েছে।

২

এক পলকে কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন চিত্র

২০১৮ সালে বোরো ও আমন ধান উৎপাদন যথাক্রমে ১৯.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন ও ১৩.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টনে পৌঁছেছে। এই উৎপাদন বিগত বছরের সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। গত এক দশকে হেক্টর প্রতি শস্য উৎপাদন ৩,৭৬১ কিলো গ্রাম থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৬২৯ কিলো গ্রামে উন্নীত হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে ২০০৮ সালের খাদ্য শস্য উৎপাদন ৩৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ২০১৭ সালে ৩৯ মিলিয়ন মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

খাদ্য শস্য উৎপাদন (মিলিয়ন মেট্রিক টন)

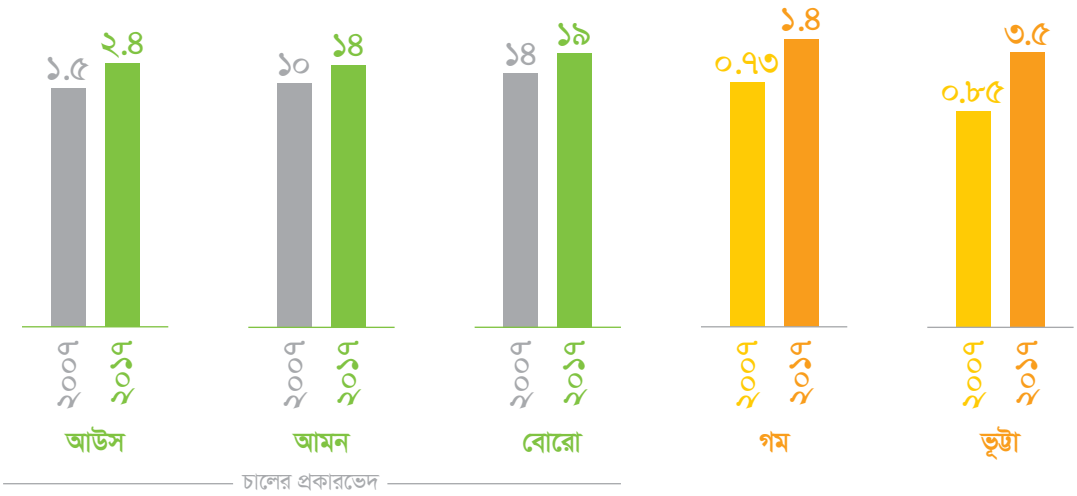

২.১ সব্জি উৎপাদন

বাংলাদেশের কৃষি খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশজুড়ে আছে সব্জি উৎপাদন খাত। উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার, উদ্যান ফসল, মৌসুমি ও মৌসুম বহির্ভূত সব্জি উৎপাদন ইত্যাদি কারণে এ খাতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। ২০০৯ সালে সব্জি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং ২০১৬ সালে যা ১৫ মিলিয়ন মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। কিছু বহুল উৎপাদিত সব্জি হল বেগুন, টমেটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাউ, পটল, ঝিঙা, চিচিংগা, করলা, কুমড়া, কাঁকরোল, ঢেঁড়স, শসা, মুলা, শিম, গাজর, পালংশাক, লালশাক, ডাঁটাশাক, বরবটি, সজনেডাঁটা, কচু ইত্যাদি। সামগ্রিক ফলন, ভূমির উৎপাদনশীলতা, লাভ ও নীট উৎপাদনের পরিমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে সব্জি উৎপাদনে লক্ষণীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

২.২ ফল উৎপাদন

শুধুমাত্র রংপুর জেলায় ২০১৭ সালে ১২২ মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের দশমিক ৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন ফল উৎপাদিত হয়েছে। ফল উৎপাদনের মতো লাভজনক উদ্যোগ নিয়ে ৪০,০০০ কৃষক স্বাবলম্বী হয়েছে। কৃষকরা ২৪, ২৫১ হেক্টর জমি জুড়ে ৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন উচ্চ মূল্যের, দ্রুত বর্ধনশীল, উচ্চ ফলনশীল ৪১ রকমের ফল উৎপাদন করেছে।

ফল উৎপাদনে মাইলফলক

৩৯ মিলিয়ন ডলার
মূল্যমানের
৭৯,৬৬৭ টন আম

৩.৯ মিলিয়ন ডলার
মূল্যমানের
৬৪,২৭৯ টন কাঁঠাল

১৬ মিলিয়ন ডলার
মূল্যমানের
১৩,২৮৫ টন লিচু

১০ মিলিয়ন ডলার
মূল্যমানের
১৬,৯৯০ টন পেয়ারা

৬.৭ মিলিয়ন ডলার
মূল্যমানের
৯৩,১২২ টন কলা

৩.২ মিলিয়ন ডলার
মূল্যমানের
৪,৯৭২ টন বড়ই

২.১ মিলিয়ন ডলার
মূল্যমানের
১৭,৫৯২ টন পেঁপে

৩.৫ মিলিয়ন ডলার
মূল্যমানের
১১,৭৭৫ টন নারকেল

২.৩ মাছ উৎপাদন

জাতিসঙ্ঘ সংস্থা খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) প্রকাশিত দ্যা স্টেইট অফ ফিশ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ২০১৮ রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ উৎপাদনে বিশ্বে ৩য় অবস্থানে উঠে এসেছে। ২০১৬ তে এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৪র্থ। সরকার উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, মাছের বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির সংরক্ষণ, জলাশয়ে নিরাপদ মৎস্য প্রজনন নিশ্চিতকরণ, চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি কর্মকান্ড সম্প্রসারণ ও অব্যাহত রেখে চলেছে। সরকার মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে মৎস্য সম্পদ মান নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ কর্মকান্ডও সম্প্রসারণ করেছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ৬৯,০০০ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে আয় করেছে ৫৩৯ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের মৎস্য খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ১৭ মিলিয়ন পেশাজীবী যুক্ত যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশ। এখাতে ২০১৮ সালে দশমিক ৬৬ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

২.৪ পশুসম্পদ

পশু পালন ও পশুসম্পদ বাংলাদেশের দৈনিক আমিষের চাহিদা মেটাতে, দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের পশুসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যার মধ্যে উন্নত মানের হিমায়িত ও তরল শুক্রাণু ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া হাঁসমুরগি ও গবাদিপশুর টিকা উৎপাদন ও বণ্টন, স্বল্প মূল্যে হাঁসমুরগির বাচ্চা সরবরাহ, গবাদিপশুর শুক্রাণুর ক্রমবর্ধমান উৎপাদন, কৃত্রিম ভ্রূণ স্থানান্তর, অ্যানথ্রাক্স প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। ২০১৭ সালে গবাদিপশুর সংখ্যা বেড়ে ৫৫ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে এবং হাঁসমুরগির সংখ্যা বেড়ে ৩২৯ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। গত কয়েক বছরে প্রাণীজ আমিষ যেমন, মাংস, দুধ, ডিম, মাছ ইত্যাদির উৎপাদন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হারে বেড়েছে। ফলশ্রুতিতে মাথাপিছু প্রাণীজ আমিষের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.৫ বীজ উৎপাদন

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও বণ্টন অন্যতম প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নতমানের বীজ শস্য উৎপাদন ১৫ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারে। বর্তমানে সরকারিভাবে বিভিন্ন শস্যের উন্নতমানের বীজ বণ্টন করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরণের বীজ উৎপাদনকারী সংস্থা ও উন্নয়ন সংস্থা উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ, ভুট্টার বীজ ও সব্জির বীজ বণ্টন করছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর সরাসরি তত্ত্বাবধানেও বিভিন্ন ধরণের ফসলের বীজ উৎপাদন হচ্ছে। ২০০৭ সালে বীজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭১,০০০ মেট্রিক টন যা ২০১৭ সালে ১৩৭ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

২.৬ সার উৎপাদন

আধুনিক কৃষি পদ্ধতির সম্প্রসারণ যেমন উচ্চ ফলনশীল শস্য বীজ ব্যবহার ও নিবিড় উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমেই সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব। আর এই সমস্ত কিছুই উন্নতমানের সার ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জন সম্ভব। তাই শস্যের প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা মেটাতে সময় অনুযায়ী জৈব ও রাসায়নিক, উভয় প্রকার সারের সরবরাহ নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে উৎপাদনমুখী কৃষি ব্যবস্থায় রাসায়নিক সারের ব্যবহারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭ সালে সার ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৩.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন যা ২০১৭ সালে ৪.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

২.৭ সেচ ব্যবস্থা

বাংলাদেশের একটি বড় অঞ্চল শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধাবঞ্চিত হয় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণ ও ভূগর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত উত্তোলনের ফলে। উচ্চ ফলন নিশ্চিতকল্পে সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করে, ভূ-উপরিভাগের পানির ব্যবহার বৃদ্ধিকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সেচ ব্যয় হ্রাস করার জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। ভু-উপরিভাগের পানি ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন নদী বিধৌত এলাকায় রাবার বাঁধ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, খাল পুনঃখনন, ভূ-উপরিভাগ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের জন্য চ্যানেল নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ, পানি পাম্প স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন, পার্বত্য অঞ্চলে ঝিরি বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

২.৮ যান্ত্রিকীকরণ

গত এক দশকে বাংলাদেশের কৃষি খাত দ্রুত উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করেছে। অতীতে যেসকল কাজ গতানুগতিকভাবে সম্পাদিত হয়ে এসেছে তা এখন প্রযুক্তিগতভাবে সম্পাদিত হচ্ছে। কৃষি পেশাদারদের কর্মকান্ডের ফলে আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা জ্ঞানও ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। বাংলাদেশের কৃষি খাত নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণায় পাওয়া গেছে সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

২.৯ সৌর সেচ পদ্ধতি

ধান উৎপাদনের জন্য সময় অনুযায়ী সেচ প্রদান অত্যন্ত জরুরী এবং যেকোনো ধরণের অসামঞ্জস্য এর ফলে কাঙ্খিত ফসল লাভ সম্ভব হবে না। সেঁচের জন্য কৃষকরা ব্যয়বহুল ডিজেল চালিত সেচযন্ত্রের ওপর নির্ভশীল। সৌর সেচ পাম্প বাংলাদেশের কৃষকদের জীবনমানের উন্নত করছে। সৌর সেচ পাম্প ১২ হেক্টর পর্যন্ত জমি সেচ দিতে এবং ৫০০ হাজার লিটার পানি উত্তোলনে সক্ষম। গ্রামীণ জনপদ বিদ্যুতায়নে সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস) এর সাফল্যের প্রেক্ষিতে সরকার ২০১৮ সালের মধ্যে ১২৫০টি সৌর সেচ পাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।

৩

কৃষি বিনিয়োগ চিত্র

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে এবং কৃষি সরঞ্জাম কৃষকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার লক্ষ্যে সরকার কৃষি খাতে গত এক দশকে ৭,২২০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। ২০০৮ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার ৭,০৫৫ মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে কৃষি পুনর্বাসন ও প্রেষণা খাতে। উৎপাদন বৃদ্ধি ও শস্য বৈচিত্র্য করণের লক্ষ্যে সরকার সার, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, শস্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি কর্মকান্ডকে ভর্তুকির আওতায় এনেছে। এছাড়া সরকার মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে নগদ ও অন্যান্য প্রণোদনা কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তন্মধ্যে কৃষি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদান, উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও বণ্টন, সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করণ, কৃষি সহায়তা কার্ড বণ্টন, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কেন্দ্র স্থাপন বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। ২১ মিলিয়ন কৃষককে কৃষি সহায়তা কার্ড প্রদান করা হয়েছে। ১১ মিলিয়ন কৃষক মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ পেয়েছে এবং তারা ২৮ মিলিয়ন ডলার জমা রেখেছে।

৮ বছরে
সরকারের বিনিয়োগ ৭২২০ মিলিয়ন ডলার

কৃষি পুনর্বাসন ও প্রেষণা খাতে
সরকার প্রদান করেছে ৭০৫৫ মিলিয়ন ডলার

৩.১ ভর্তুকি

সরকার কৃষি খাতে গত ৮ বছরে ৭১৬ মিলিয়ন ডলার ভর্তুকি দিয়েছে। বর্তমান সরকার আসার পর সারের ওপর ভর্তুকি দিয়ে এর দাম হ্রাস করেছে। বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি প্রদানের ফলেও কৃষকরা লাভবান হয়েছে। ২০১০ সালে সরকার কৃষি সহায়তা কার্ড পদ্ধতি শুরু করে। এই প্রোগ্রামের আওতায় কৃষকদের স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হচ্ছে যা তাদের ব্যাংক হিসাব খুলতে ও অর্থ জমা রাখতে এবং কৃষি সরঞ্জাম ক্রয় করতে সহায়তা করবে।

৩.২ কৃষি ঋণ বিতরণ

২০০৭ সালে কৃষি ঋণ বিতরণ এর পরিমাণ ছিল ১০২৭ মিলিয়ন ডলার এবং ২০১৭ সালে কৃষি ঋণ বিতরণ এর পরিমাণ ২৫১৪ মিলিয়ন ডলার যা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ১২০ শতাংশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে ২০১৯ সালে ২৬১০ মিলিয়ন ডলার কৃষি ঋণ বিতরণ এর একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। মোট ঋণের পরিমাণ ২০১৮ সালের তুলনায় ৭ শতাংশ বেশী। ভাসমান খামার পদ্ধতি, টার্কি খামার, মৎস্য খামার ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়ার বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে।

সার খাতে প্রদান করা হয়েছে
৬৯৬০ মিলিয়ন ডলার

কৃষি পুনর্বাসনে প্রদান করা হয়েছে **১৭ মিলিয়ন ডলার**

বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে
১৩৯ মিলিয়ন ডলার

জ্বালানি খাতে (ডিজেল) প্রদান করা হয়েছে
৯০ মিলিয়ন ডলার

আখ চাষে ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে
১০,৩৯৭ মিলিয়ন ডলার

৩.৩ কৃষিজ পণ্য রপ্তানি

কৃষিজ পণ্যের রপ্তানি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উর্ধ্বগতি প্রত্যক্ষ করেছে। রপ্তানিকারকরা ২০১৮ সালে ৬৭৪ মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের কৃষিজ পণ্য রপ্তানি করেছে। এই খাত ২০১৭ সালেই ২২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে। সকল কৃষিজ পণ্যের মধ্যে প্রক্রিয়াজাত পণ্য ছিল ৭২ শতাংশ। রপ্তানিকারকরা শুধুমাত্র ২০১৮ অর্থবছরেই আয় করেছে ৬০ মিলিয়ন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল আগেও মাত্র ৩৩ মিলিয়ন ডলার ছিল। ২০১৮ অপ্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য রপ্তানি হয় ১৮১ মিলিয়ন ডলারের।

৪

ই-কৃষি সেবা

বাংলাদেশের ৩০ মিলিয়ন কৃষককে সরকারের পক্ষ থেকে কৃষি তথ্য সেবা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার ই- কৃষি সেবা শুরু করেছে।

৪.১ কৃষি বাতায়ন ও কৃষক বন্ধু ফোন সেবা

কৃষি বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অন্তর্গত এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) এর যৌথ প্রয়াসে 'কৃষি বাতায়ন' ও 'কৃষক বন্ধু ফোন সেবা', ডিজিটাল ওয়েব পাটফর্ম তৈরি করে কৃষকদের তথ্য সেবা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য। 'কৃষি বাতায়ন' কৃষি ওয়েব পোর্টালটিতে রয়েছে একটি সম্প্রসারিত ড্যাশ বোর্ড যার মধ্যে ১৬ টি মডিউল রয়েছে যা গবেষক ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের সাথে যুক্ত। এই পুরো প্রক্রিয়াটি ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে গ্রহণ করা হয়েছে। এই মডিউল থেকে সকল অংশিজন যেমন, কৃষক, ব্যবসায়ী, কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহকারী সকল তথ্য, দাম, পণ্য প্রাপ্তির তথ্য লাভ করবে। এছাড়া এই পোর্টাল থেকে ১২০ টি শস্যের ৭৬৮ টি জাত ও ১০০০ ধরণের রোগ বালাই সংক্রান্ড তথ্য পাওয়া যাবে।

৪.২ অনলাইন সার সুপারিশ পদ্ধতি

বাংলাদেশের কৃষি খাতে সরকারের অনলাইন সার সুপারিশ পদ্ধতি গ্রহণ একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আগে কৃষক কে মাটি পরীক্ষার জন্য ঢাকা আসতে হতো। বর্তমানে আধুনিকায়ন ও অনলাইন সার সুপারিশ পদ্ধতি এই প্রক্রিয়াকে অনেক সহজতর করেছে। এসআরডিআই কর্মকর্তারা মাটি নমুনা পরীক্ষা করেন এবং ডাটাবেজে গ্রহণযোগ্য সার প্রয়োগের পরামর্শ দেন। এই পদ্ধতি সময় ও খরচ হ্রাস করেছে বহুগুণ।

৪.৩ কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা

কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা সরকারের আরও একটি উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ। কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা একটি মোবাইল অ্যাপিকেশন ভিত্তিক সেবা যেখানে ১৫ মিলিয়ন কৃষি খানার দোরগে-াড়ায় পৌঁছে দেবে কৃষি সেবা এবং যা বর্ধিত উৎপাদনেও ভূমিকা রাখবে। মোবাইল অ্যাপিকে-শনের নাম দেয়া হয়েছে কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, কৃষকের জানালা, পেস্টিসাইড প্রেস-ক্রিপশন (কীটনাশক বিধান) যা হাজারো কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর কাজে আসবে যারা দীর্ঘদিন ধরে কৃষকদের তথ্য সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

৪.৪ এগ্রিকালচার কল সেন্টার (১৬১২৩)

এগ্রিকালচার কল সেন্টার একটি আধুনিক কৃষি তথ্য সেবা ও পরামর্শ প্রদানকারী একটি হেল্পলাইন যা খুব অল্পসময়ে কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ২০১৪ এর জুন মাসে এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং তখন থেকে এর কর্মকান্ড বিস্তৃত হয়েছে। এগ্রিকালচার কল সেন্টার বর্তমানে দৈনিক গড়ে ৫০০ কল গ্রহণ করে সেবা প্রদান করছে।

৪.৫ বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার

২৬ জনকে ব্যক্তি পর্যায়ে এবং ৬ টি প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩ প্রদান করা হয় যা কৃষি খাতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সম্মাননা তুলে দেন বিজয়ীদের হাতে। এই পুরস্কার প্রদান করা হয় কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ, সমবায়, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, বাণিজ্যিক খামার, বনায়ন, পশু, হাঁসমুরগি ও মৎস্য খামার ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ। কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই পুরস্কার প্রদান প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে এই পুরস্কার প্রদান বন্ধ হয়ে যায়। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার তহবিল আইন ২০০৯ প্রবর্তন করে এই পুরস্কারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য। কৃষি কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার জন্য বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন ২০১৬ প্রবর্তন করা হয়েছে।

৫

খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য

৫.১ খাদ্য নিরাপত্তা

সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে যেকোনো ধরণের সঙ্কট মোকাবেলা করার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা। বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে খাদ্য শস্য মজুদের ধারণক্ষমতা হলো ২.১২ মিলিয়ন মেট্রিক টন। খাদ্যশস্য মজুদের এই ধারণক্ষমতা ২০২০ সালের মধ্যে ২৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য সরকারি খাদ্য গুদাম নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের ৮ টি অঞ্চলে স্টিলের ৮ টি খাদ্য গুদাম নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর আওতায় পরীক্ষাগার স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রকল্প এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে খাবার বিক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া ভিজিডি প্রোগ্রাম আওতায় উপজেলা পর্যায়ে চাল বণ্টনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। টেঁকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, এই দুই অগ্রাধিকারের সমন্বয়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০১৮ প্রণীত হচ্ছে। সরকার সিলেট ও মৌলভীবাজারের পরীক্ষামূলকভাবে মা, শিশু ও কিশোরদের জন্য পুষ্টি উন্নয়ন প্রোগ্রাম এর কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এর সাফল্য পরিলক্ষিত হলে সারা দেশে এর বাস্তবায়ন করা হবে।

৫.২ নিরাপদ খাদ্য

সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন শুরু করেছে। আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি সরকার সাধারণ মানুষের মধ্যেও নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে সচাতনতামূলক কর্মসূচীর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকার আইনের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশিষ্ট অংশিজনদের এই উদ্যোগের সাথে যুক্ত করছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে সকল সংশিষ্ট অংশিজনদের সাথে কাজ করবে।

৬

নীতি নির্ধারণী কার্যক্রমঃ অব্যাহত উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মযজ্ঞ

সরকার গত এক দশকে কৃষি খাতকে এগিয়ে নেয়ার জন্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উলেখযোগ্য সংখ্যক আইন, বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। নিম্নে সরকার প্রণীত সকল আইন, বিধি ও নীতিমালা তালিকা দেয়া হলো

৬.১ ২০০৯ থেকে ২০১৮ এর মধ্যে প্রণীত কৃষি নীতিমালা ও আইনসমূহ

নীতিমালা

- National Agriculture Policy (Draft) 2018
- Underground water management rules 2018 (Draft)
- Draft National Seed Policy 2018
- National Crop and Forest Biodiversity Policy-2012
- Integrated Minor Irrigation Policy-2017
- Agricultural Firm Labor Recruitment and Governance Policy 2017
- National Organic Agriculture Policy 2016
- Regulation for Declaring Out of Order of Vehicle and others equipment's
- National Agricultural Extension Policy-2015 (Draft)
- National Agriculture Policy (NAP) 2013
- Amendment of Fertilizer Dealer Appointment & Distribution Policy-2009
- National Seed Policy (NSP)
- Crop Variety and Technology Development Policy
- Fertilizer Dealer Appointment & Distribution System
- National Integrated Pest Management (IPM) Policy

বিধিমালা

- Pesticide Act 2018
- Plant Quarantine Act 2011
- Bangladesh Institute of Research and Training on Applied Nutrition Act 2012
- Bangabandhu National Agricultural Award Trust Act 2016
- Bangladesh wheat and maize research institute act 2017
- Bangladesh Jute Research Institute Act 2017
- Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) Act 2017
- Bangladesh Rice Research Institute Act 2017
- Seed Act-2018
- Underground water management law- 2018
- Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) Act-2017

৬.২ ২০০৯ থেকে ২০১৮ এর মধ্যে প্রণীত খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য নীতিমালা ও আইনসমূহ

নীতিমালা

- Internal Procurement Policy 2010
- Revised Food License & Fee Order 2011
- Govt. modern flour mill management policy 2015
- Food Grain Distribution Policy at the union level 2016
- OMS Policy 2015
- Food-friendly program policy 2017

আইন, বিধি এবং ধারাসমূহ

- Food Safety Act, 2013
- Food Safety Regulations 2017
- Food Sample collection, testing and analysis Regulations 2017
- Food Safety (Use of Food Products) Regulations 2017
- Food Safety (Wrapped Food Labeling) Rules 2017
- Food Safety (Food Forfaiting and Administrative Procedure) Rules 2017
- Food Safety Authority (Technical committee) Rules 2017
- Fish Feed and Animal Feed Act 2010
- Fisheries Hatchery Act, 2010
- Fish Feed Rules 2011
- Fisheries Hatchery Rules 2011
- Animal Feed Rules 2013

উপসংহার

বাংলাদেশের কৃষকরা এখন তাদের জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে শস্য উৎপাদনের ব্যাপারে সম্যক অবগত। বাংলাদেশের কৃষি খাত সরকারের নীতিমালা, বহুমুখী উদ্যোগ ও বিনিয়োগের কারণে লাভবান হয়েছে। কৃষিতে ব্যাপক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের কৃষি খাত সাফল্যের উজ্জ্বল উদাহরণ। আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকে গ্রামীণ অর্থনীতি বিশেষকরে কৃষি দারিদ্র্য বিমোচনে একটি শক্তিশালী নিয়ামক কাজ করছে। বাংলাদেশের প্রায় ৮৭ শতাংশ মানুষ জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কৃষি ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের কৃষি খাতের এই প্রবৃদ্ধি গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শুধুমাত্র ধান উৎপাদন থেকে সরে এসে উচ্চ ফলনশীল এবং বৈচিত্র্যময় শস্য উৎপাদনে আগ্রহী হওয়া পুষ্টিহীনতা হ্রাসে, আয় বর্ধনে ও উৎপাদন ও বণ্টন খাতে কর্মসংস্থান তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। গ্রামীণ খামার বহির্ভূত উদ্যোগে বিনিয়োগ সরকারের আরও একটি সমান্তরাল অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। বাংলাদেশের কৃষিতে আরও তরুণ ও নারীর অংশগ্রহণ কৃষিতে কর্মসংস্থান তৈরিতে ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশের কৃষি খাতে এই অব্যাহত সাফল্য এবং অগ্রগতি বৈশ্বিক ভাবে সাফল্যের মডেল হিসেবে তৈরি করেছে।

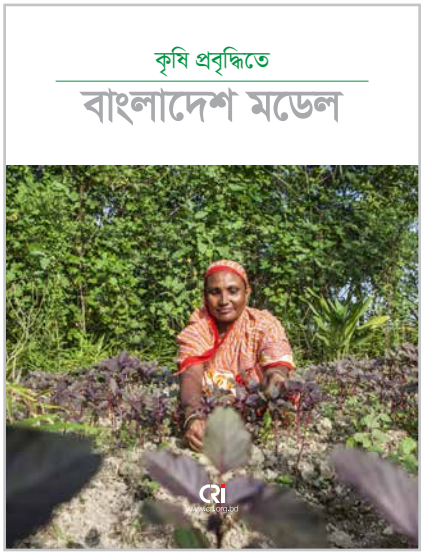

কৃষি প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ মডেল
সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন কর্তৃক প্রকাশিত, জানুয়ারী ২০১৯
বাড়ি নং ২, রোড নং - ১১ (নতুন), ৩২ (পুরাতন), মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা - ১২০৯
ইমেইল: info@cri.org.bd
www.cri.org.bd
Centre for Research and Information